REGD. NO. SRM/WB/RNP-243/2007-09/AAJKAAL 5 FEBRUARY 2009

# যৌথ উদ্যোগে এঁদো বৈশাখী বাজার হয়ে উঠতে চলেছে রূপসী বৈশাখী

কল্যাণ ব্যানার্জি

বাজার মানেই যেমন হয়। চারদিকে আনাজপাতির আবর্জনা। মাছের বাজারে হাঁটে কার সাধ্য। নোংরা জল প্যাচপ্যাচ করছে, মাছের কাঁটা-আঁশ চারদিকে ছড়িয়ে। বর্ষাকাল হলে তো কথাই নেই। যেখানে ছাদ আছে, সেখানে ছাদ চুঁইয়ে জল পড়বে। না থাকলে ফুটো প্লাস্টিক থেকে। বাজার করা নরক-যন্ত্রণার সামিল। এমনটাই যেন দস্তুর। কলকাতায় অনেক মল, মার্কেট হচ্ছে, কিন্তু বাজার যে তিমিরে সেই তিমিরেই। আধুনিক ও পরিকল্পিত শহর সল্টলেকে বৈশাখী বাজারটা তাই রীতিমতো বেমানান ছিল। বিধাননগর পুরসভা ও বেসরকারি সংস্থা এ এম পি ইউনিভার্সাল গোষ্ঠী এই চিত্রটাই বদলে দিচ্ছে। এঁদো বৈশাখী বাজার হয়ে উঠতে চলেছে রূপসী বৈশাখী। ছোট ব্যবসায়ীদের যথাযথ পুনর্বাসন হবে, আধুনিক বহুতল বাজার হবে, সর্বোপরি পুরসভার কিছু আমদানিও হবে। বিধাননগর পুরসভার এই পরিকল্পনা রূপায়িত হলে এটাই হয়ে উঠবে এক দৃষ্টান্ত। সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগই এখন উন্নয়নের রসায়ন। এই রসায়ন কাজে লাগিয়েই বিধাননগর পুরসভা এ এম পি গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বদলে দিতে চলেছে বৈশাখী বাজারের চেহারা। দুজনের অংশীদারিত্ব সমান সমান। জায়গা পুরসভার। বাজার গড়ার কাজ করবে এ এম পি ইউনিভার্সাল গোষ্ঠী। পরে দেখাশোনাও। ম্যাড়মেড়ে, পড়োপড়ো, এঁদো বাজারে পড়বে রূপটান, নেবে নতুন চেহারা। ৪১ কাঠা জমিতে বেসমেন্ট-সহ গড়ে উঠবে দশতলা বাজার। মল নয় বাজারই এখানে আধুনিক চেহারায় থাকবে। ৪০ হাজার বর্গফুট জুড়ে ভূগর্ভস্থ দুই স্তরে থাকবে গাড়ি রাখার জায়গা। মাছ ও সবজির বাজারটি হবে প্রথাগত বাজারের মতোই। চাতাল জুড়ে থাকবে দোকান। কিন্তু সাজানো-গোছানো। বিজলি নয়, সূর্যালোক জোগাবে আলো। পরিবেশটা ক্রেতা-বিক্রেতা দুজনের কাছেই সুখদায়ী হবে। সৌরশক্তি ছাড়াও কাজে লাগানো হবে বৃষ্টির জলকে। আধুনিক প্রযুক্তির নিকাশি ব্যবস্থা থাকবে। আশপাশে থাকবে সবুজের সমারোহও। অর্থাৎ আদ্যোপান্ত পরিবেশবন্ধু। একটি ছোট মাপের হিমঘরও থাকছে। পাঁচতলা জুড়ে থাকবে খুচরো বিপণী, রেস্তোরাঁ এবং অন্যান্য পুর-সুবিধা। অন্য পাঁচতলায় থাকবে অফিস। থাকবে লাইব্রেরি এবং সভাঘরও। বাজারের ভেতর ও বাহির হবে দেখার মতো। বাজার মানেই আতঙ্ক নয়, ক্রেতারা সানন্দে ঢুকে পড়বেন, ঘুরবেন, কিনবেন। সেই সঙ্গে থাকছে পূর্ণ নিরাপত্তা। আগুন বা বজ্রপাত থেকে কোনও ভয় নেই। এমনকি ভূমিকম্পও টলাতে পারবে না। বৈশাখী বাজারের সবচেয়ে বড় সুবিধা তার ভৌগোলিক অবস্থান। সল্টলেকের যে কোনও জায়গা থেকেই সহজে চলে আসা যায়। বাজারে এখন দুশোর বেশি ছোট ব্যবসায়ী রয়েছেন। তাঁদের স্বার্থ যাতে কোনও মতেই ক্ষুণ্ণ না হয়, সে ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে পুরসভার। গত মার্চ মাসে টেন্ডার ডাকে পুরসভা। চারজন অংশ নেয়। যোগ্যতার ভিত্তিতে সবাইকে টপকে কাজটি পেয়েছে এ এম টি ইউনিভার্সাল গোষ্ঠী। মেহরিয়া কনসোর্টিয়াম, শ্রীকৃষ্ণ বিনিয়োগ এবং ফরিদাবাদের এক নামী নির্মাণ সংস্থা— এই তিন মিলেই এ এম পি ইউনিভার্সাল গোষ্ঠী। এরা ইতিমধ্যেই বালিগঞ্জে ম্যাডেভিলা গার্ডেন, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে গল্‌ফ টাওয়ার, উইন্ডসর, কৃষ্ণকুঞ্জ, গোকুলধামের মতো বহুতল গড়ে সবার নজর কেড়েছেন। পুর আইন মেনে, সেরা স্থাপত্যকারের নকশায়, সেরা গুণমানের জিনিস দিয়ে তৈরি এইসব বহুতল এখন শহরের গর্ব। তাই বৈশাখী বাজারও যে অচিরে সল্টলেকের গর্ব হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য। এ এম পি-র চেয়ারম্যান মোহনপ্রসাদ মেহরিয়া এটিকে সাফল্যের অন্যতম নিরিখ করে তুলতে চান। জানালেন, দিলীপকুমার গুপ্তের মতো কৃতী প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে কাজটি আগামী আর্থবছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। পুরসভার মেয়র পারিষদ (বাজার) নন্দগোপাল ভট্টাচার্য জানালেন, বাজার নবরূপ পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ২১০ জন ছোট ব্যবসায়ীর স্বার্থ যাতে কোনও মতেই বিঘ্নিত না হয়, সে ব্যাপারে তাঁরা সতর্ক নজর রাখছেন। বিশ্ভারদের সেই মতো বলেও দিয়েছেন। জানালেন, বিধাননগরবাসীর মত নিয়েই কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়িত হলে বিধাননগর পুরসভা এক নতুন দৃষ্টান্ত রাখতে পারবে সকলের কাছে। পুরসভার আয়ও বাড়বে এই ফলে। সেই অর্থে অন্য উন্নয়নমূলক কাজ করা যাবে।